1 **'সত্য' শব্দটির অর্থ কী ?**

উত্তর ▸ 'সৎ' শব্দ থেকে সত্য শব্দটির উৎপত্তি। 'সৎ' শব্দের অর্থ অস্তিত্ব। সুতরাং যা কিছু অস্তিত্বশীল তাই হল সত্য।

2 **গান্ধিজির মতে চরম নিরপেক্ষ সত্য কী ? গান্ধিজির মতে সত্য কী এবং সত্যের উৎস কী ?**

উত্তর ▸ গান্ধিজির মতে চরম নিরপেক্ষ সত্য হল ঈশ্বর।

▸ গান্ধিজির মতে বিবেকের নির্দেশই হল সত্য এবং বিবেক হল সত্যের উৎস।

3 **গান্ধিজি কেনো বিবেকের নির্দেশকে সত্য বলেছেন ?**

উত্তর ▸ গান্ধিজির মতে ঈশ্বর আত্মারূপে সকল মানুষের মধ্যে আছেন। তাই বিবেকের নির্দেশ হল আত্মার নির্দেশ, ঈশ্বরের নির্দেশ। ঈশ্বর যেহেতু সত্য তাই বিবেকের নির্দেশ সত্য হতে বাধ্য।

4 **গান্ধিজির মতে বিবেকের নির্দেশ সত্যকে কীভাবে জানা যাবে ?**

উত্তর ▸ গান্ধিজি বলেন মানুষ যদি তার অহংকারবোধ ত্যাগ করে ও ক্ষমতার সকল প্রকার অহমিকা ত্যাগ করতে পারে তখনই সে প্রকৃত সত্য তথা বিবেকের নির্দেশ উপলব্ধি করতে পারবে।

5 **গান্ধিজির মতে সত্যতা ও ঈশ্বরের মধ্যে সম্পর্ক কীরূপ ?**

উত্তর ▸ গান্ধিজির মতে সত্যই হল ঈশ্বর এবং ঈশ্বরই সত্য। সত্য ও ঈশ্বর সমব্যাপক, সমার্থক। তাই সত্যতা ও ঈশ্বর এক ও অভিন্ন।

6 **গান্ধিজি কীভাবে সত্যতা ও ঈশ্বরের অভিন্নতা প্রমাণ করেছেন ?**

উত্তর ▸ গান্ধিজির মতে বিমূর্ত, নিরপেক্ষ, নিরাকার ঈশ্বর নিজেকে জগৎ ও জীবের মধ্যে সাপেক্ষরূপে, বহুরূপে ও মূর্তরূপে প্রকাশ করেছেন এবং বিমূর্ত, নিরপেক্ষ, নিরাকার সত্য জগৎ ও জীবের মাধ্যমে আপেক্ষিকরূপে ও মূর্তরূপে প্রকাশিত। তাই সত্যতা ও ঈশ্বর এক ও অভিন্ন।

Scanned with CamScanner

7 **ঈশ্বররে অস্তিত্ব প্রমাণে গান্ধিজির কারণতা বিষয়ক যুক্তিটি কী ?**

উত্তর ▶ কার্যকারণ নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক কার্যের কারণ আছে। যেমন, আমার সৃষ্টিকর্তা হলেন আমার পিতৃপুরুষ। এই পিতৃপুরুষেরও অবশ্যই সৃষ্টিকর্তা আছেন। তিনি হলেন তাঁর পূর্বপুরুষ। এইভাবে কারণ অনুসন্ধান করতে করতে আদি কারণ পাওয়া যাবে, যিনি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির আদি পুরুষ তিনি হলেন ঈশ্বর।

8 **ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণে গান্ধিজির উদ্দেশ্য বিষয়ক যুক্তিটি কী ?**

উত্তর ▶ গান্ধিজির মতে নিমিত্ত কারণ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোনো কার্য সৃষ্টি করেন। জগৎ একটি কার্য। জগতের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার কর্তা মানুষ হতে পারে না। কেননা মানুষের জ্ঞান সীমিত ও জগৎ থেকে ক্ষুদ্র সত্তা। তাই জগতের সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার কর্তা অবশ্যই ঈশ্বর হবেন। সুতরাং ঈশ্বর অস্তিত্বশীল।

9 **ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রসারে গান্ধিজির নৈতিক যুক্তিটি কী ?**

উত্তর ▶ বিবেক ভালো-মন্দের বিচার করে, বিবেক ভালোকে অনুমোদন করে ও মন্দকে তিরস্কার করে। ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষের অন্তরে থেকে বিবেকের নির্দেশ দান করেন। এই বিবেক বাস্তব সত্য। তাই বিবেকের কর্তা অর্থাৎ ঈশ্বরের বাস্তব অস্তিত্ব আছে।

10 **ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণে গান্ধিজির বাস্তব যুক্তিটি কী ?**

উত্তর ▶ মানুষ যখন উৎকণ্ঠা ও চরম সংকটের সম্মুখীন হয় তখন যুক্তি ও বুদ্ধির সীমা শেষ হয় এবং মানুষ যাকে স্মরণ করে, যার সাহায্য প্রার্থনা করে তিনি হলেন ঈশ্বর। সুতরাং ঈশ্বর অস্তিত্বশীল।

11 **ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণে গান্ধিজির শক্তি বিষয়ক যুক্তিটি কী ?**

উত্তর ▶ জাগতিক শক্তি প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বাস্তব সত্য। শক্তিই চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী তথা জগতের সবকিছুকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে তুলেছে। শক্তিই জগৎকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। গান্ধিজির মতে এই শক্তিই হল ঈশ্বর।

12 **গান্ধিজি অহিংসার দুটি পথের কথা বলেছেন। সেগুলি কী কী ?**

উত্তর ▶ গান্ধিজি অহিংসার যে দুটি পথের কথা বলেছেন, সেগুলি হল— [1] অহিংসার উগ্রপথ [2] অহিংসার সৌম্য পথ।

13 **অহিংসার উগ্রপথটি গান্ধিজির মতে কী ?**

উত্তর ▶ স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে গান্ধিজি ইংরেজদের ওপর চাপ প্রয়োগ করে, অসহযোগ আন্দোলন করে, আইন অমান্য করে ইংরেজ রাজশক্তিকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। অহিংসার সেই পথটিকে তিনি আক্রমণাত্মক অহিংসার উগ্র পথ বলেছেন।

14 **গান্ধিজির মতে অহিংসার সৌম্য পথটি কী ?**

উত্তর ▶ গান্ধিজির মতে মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে, অহিংস উপায়ে দুষ্টের অন্তর শুদ্ধ করে, দুষ্টের স্বভাব পরিবর্তন করে, চরিত্রসংশোধন করে তার অপকর্ম রোধ করা সম্ভব হয়। অহিংসার এই পথকে বলা হয় সংশোধনাত্মক অহিংসার সৌম্য পথ।

15 **গান্ধিজির অহিংসা পথের উদ্দেশ্য কী ছিল ?**

উত্তর ▶ গান্ধিজির অহিংসা পথের উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটানো ও সমাজে অসাম্য, বৈষম্য, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি সামাজিক ব্যাধি দূর করে এবং প্রত্যেক মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করে সর্বোদয় সমাজ বা রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা।

Scanned with CamScanner

16 **অহিংসার নঞর্থক দিক বা সংকীর্ণ অর্থটি কী?**

উত্তর ▶ গান্ধিজির মতে অহিংসার নঞর্থক দিক বা সংকীর্ণ অর্থটি হল কায়মনোবাক্যে অপরের প্রতি হিংসা না করা, অপরের কোনোপ্রকার ক্ষতি না করা।

17 **গান্ধিজির মতে অহিংসার সদর্থক দিক বা ব্যাপক অর্থটি কী?**

উত্তর ▶ গান্ধিজির মতে অহিংসার সদর্থক দিক বা ব্যাপক অথটি হল অপরের কল্যান করা, প্রতিপক্ষকে ভালোবাসা এবং ভালোবেসে তার হৃদয় জয় করা। সকলের জন্য সক্রিয়ভাবে কল্যান করা।

18 **গান্ধিজি কেনো অহিংসাকে সবলের অস্ত্র বলেছেন?**

উত্তর ▶ গান্ধিজির মতে অহিংসা দুর্বলের অস্ত্র নয়, সবলের অস্ত্র। ভীতু ব্যক্তিরা সাধারণত অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। কেবল সাহসী ব্যক্তিরাই জীবন উৎসর্গের ঝুঁকি নিয়ে, প্রেমের অস্ত্র নিয়ে, অহিংসার মন্ত্র নিয়ে প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হতে পারে।

19 **গান্ধিজি কেন অহিংসাকে সভ্য মানুষের হাতিয়ার বলেছেন?**

উত্তর ▶ গান্ধিজির মতে হিংসা অসভ্য, বর্বর মানুষের হাতিয়ার এবং অহিংসা সভ্য মানুষের হাতিয়ার। হিংসা হল পশুশক্তির প্রকাশ, অপরপক্ষে অহিংসা হল আধ্যাত্মিক শক্তির অভিব্যক্তি।

20 **গান্ধিজি অহিংসাকে কেনো ঈশ্বরের নির্দেশ বলেছেন? এই নির্দেশ মান্য করা বাধ্যতামূলক কেনো?**

উত্তর ▶ গান্ধিজির মতে ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আত্মারূপে আছেন। অহিংসা হল বিবেকের বাণী, ঈশ্বরের নির্দেশ। যেহেতু অহিংসা ঈশ্বরের নির্দেশ ও বিবেকের বাণী তাই এই নির্দেশ মান্য করা বাধ্যতামূলক।

21 **গান্ধিজির মতে অহিংসা কি সার্বিক হিংসাবর্জন?**

উত্তর ▶ গান্ধিজির মতে অহিংসা বলতে সার্বিক হিংসাবর্জন নয়। নিজের জীবন রক্ষা, ও খাদ্যসংগ্রহের জন্য মৃত্যু ঘটানোর প্রয়োজন হতে পারে। অত্যাচারী বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারনের অধিকার ও কর্তব্য প্রত্যেক জাতির ও দেশের আছে।

22 **গান্ধিজির মতে অহিংসার পথে কীভাবে যুদ্ধ জয় করা যায়?**

উত্তর ▶ গান্ধিজি বলেন অহিংসা পথে শত্রুপক্ষের বিবেক-বুদ্ধিকে জাগ্রত করা হয়, তার অন্তরকে কলুষমুক্ত করা হয়। ফলে প্রতিপক্ষের অন্তরে শত্রুতার ভাব অন্তর্হিত হলে উভয়পক্ষ প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তখন যুদ্ধের প্রয়োজনও দূরীভূত হয়।

23 **গান্ধিজি কীভাবে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ও অহিংস সত্যাগ্রহের মধ্যে পার্থক্য করেছেন?**

উত্তর ▶ গান্ধিজির মতে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মধ্যে থাকে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার আকাঙ্ক্ষা, থাকে পশুশক্তি প্রয়োগের মানসিকতা।

অপরপক্ষে, অহিংস সত্যাগ্রহের মধ্যে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার কোনো মানসিকতা থাকে না। অহিংস সত্যাগ্রহ বলতে বোঝায় মানসিক দৃঢ়তা সহকারে প্রেম ও ভালোবাসার দ্বারা প্রতিপক্ষকে ন্যায় ও সত্যের পথে আনয়ন করা।

Scanned with CamScanner